সমকাল

তারিখ 12 OCT 2016 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

21 দিবস

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভাবনার পথে হাঁটুক

উমর ফারুক

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে জন্মের আট বছর পার করেছে। পদার্পণ করতে যাচ্ছে নবম বর্ষে। বেশ কিছু বিভাগ থেকে দুই-তিনটি ব্যাচ ইতিমধ্যে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। কয়েকজন ইতিমধ্যে বিসিএস ক্যাডার হিসেবে যোগদান করতে চলেছেন। এখানকার বাহ্যিক অবকাঠামোগত বেশ কিছু উন্নয়ন দূর থেকে ভালো লাগায়। কখনও কখনও এই বিশ্ববিদ্যালয় সমজন্মা অন্য প্রতিষ্ঠানকে ঈর্ষার জানানও দেয়। কিন্তু কিছু আক্ষেপও রয়েছে, স্বীকার করতেই হবে। মাঝে মধ্যে মনে হয়, অনেক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পথচলা এই বিশ্ববিদ্যালয় ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে না তো?

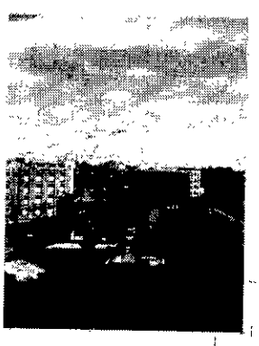

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া উচিত শিক্ষার্থীকে ঘিরে। হওয়া উচিত শিক্ষার্থীবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রতিফলন কতখানি হয়েছে তা আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ আট বছরে তার গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম চালু করতে পারেনি। গবেষণার জন্য ড. ওয়াজেদ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থাকলেও তার কর্মকাণ্ড এখনও দৃশ্যমান নয়। সূর্যের আলো নেভার আগেই বন্ধ হয় এখানকার গ্রন্থাগার। এমনিতেই শিক্ষকদের গবেষণার কোনো সুযোগ নেই, তার ওপর ১৫-২১ ক্রেডিট ক্লাস। সেশনজটের কারণে কোনো কোনো বিভাগে আজ সাত-আটটি ব্যাচ বিদ্যমান। অন্যপক্ষে মাত্র ৫-৬ জন শিক্ষক নিয়ে চলছে একেকটি বিভাগ। একটি বিভাগে তো শিক্ষক সংখ্যা মাত্র তিনজন। শিক্ষকদের কাজের চাপ শিক্ষা মানে প্রভাব ফেলছে।

রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সটি সংসদে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আইন নামে পাস হয়, যা ১২ অক্টোবর ২০০৮ থেকে কার্যকর। প্রাণচঞ্চল হতে থাকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। রংপুর শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত দুটি ভবনের ময়লার স্তূপ সরিয়ে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। ৫ এপ্রিল ২০০৯ স্বর্ণ অধ্যায় শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়টি। শুরু হয় ক্লাস। ১২ জন শিক্ষক ও ৩০০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়টি। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য দুটি ছোট্ট কাঠের টেবিল জোড়া দিয়ে অফিস করেছিলেন রংপুর শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত একটি ভবনে। সেই জীর্ণতা নিয়ে ভাবলে আজকের প্রাপ্তির খাতাও একেবারে শূন্য নয়।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময় থেকে অবহেলিত থেকেছে উত্তরবঙ্গ। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য বারবার করতে হয়েছে সংগ্রাম। বিভাগ আর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি। রংপুরবাসীর দাবি পূরণ হয়েছে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরের একমাত্র সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। এ অঞ্চলের মানুষের ভালোবাসা আর আঞ্চলিক সম্ভাবনা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে স্বল্পতম সময়ে নিয়ে যেতে পারে সাফল্যের খুব কাছে। মান বজায় রেখে টিকে থাকার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে। সীমাহীন সম্ভাবনার পথে হাঁটবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সেটিই প্রত্যাশিত। সংকট নয়, সম্ভাবনাই হয়ে উঠুক এখানকার মূল সম্পদ।

শিক্ষক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
faruque1712@gmail.com